মেয়েদের প্রকাশ্যে রাস্তায় অপমান করে, বিনা টিকিটে ট্রেনে বাসে চড়ে। পুলিশ এদের কিছু বলে না। যদি কোনও পুলিশ বলে তা'হলে তারই সাজা হয়, এদের হয় না। কর্তৃপক্ষ এদের তোয়াজ করেন। কারণ ইলেকশনের সময় এদের উপরই ভরসা তাঁদের। বাজারে খাদ্যদ্রব্য এত দূর্মল্য যে সাধারণ লোক তা কিনতে পারে না। দুধ, মাছ, মাংস ডিম খুব কম লোকে খায়। চাল, ডাল, তরি - তরকারিও এত দূর্মুল্য যে পেট ভরে খেতে পায় না। অথচ শোনা যায় নাকি সদাশয় গভর্মেন্ট চাষের উন্নতির জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করছেন। টাকা খরচ হচ্ছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সে টাকা ঢুকছে তাদের পেটোয়া লোকদের পেটে।"

বনফুল যে সমস্যার কথা বলেছেন তা বর্তমানে আমাদের যেমন প্রেরণা দেয় তেমনি লজ্জিত করে সর্বাঙ্গীন সমস্যার সমাধান না হওয়ার জন্য। স্বাধীন মানুষের অবস্থা যে কি রকম তা বনফুল বলে গেছেন - 'সুসভ্য বিংশ শতাব্দীতে প্রাগৈতিহাসিক বন্যযুগের নমুনা দেখে বিস্মিত হলাম।" দেশ প্রেম যেমন পরম ধর্ম তেমনি দেশের মানুষকে সঠিক পথে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব সাহিত্যিকদের প্রধান উদ্দেশ্য। বনফুলের কাছ থেকেও সেই নবতর প্রেরণা পেতে পারি আজকের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে।

তথ্যঋণ

১. 'বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' — শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

২. 'বনফুলের দুটি উপন্যাস' (অগ্নীশ্বর ।। হাটে বাজারে) — প্রকাশক - অবনীন্দ্রনাথ বেরা, ২০০৪ ফেব্রুয়ারি।

আত্ম-আবিষ্কারের 'শেষ নমস্কার'

মহাদেব দাস

সন্তোষকুমার ঘোষ স্বাধীনতা উত্তর বাংলা কথা সাহিত্যের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর শেষ নমস্কার : শ্রীচরনেষু মাকে' (১৯৭১) উপন্যাসটি একটি ভিন্ন রূপ ও রীতির স্মরণীয় সংযোজন। এটি যেন লেখকের ফেলে আসা জীবনের অন্তর্দর্শন। বিশিষ্ট প্রকরণ পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন লেখক। আধুনিক উপন্যাসের তিনটি বিশিষ্ট প্রকরণ-পদ্ধতি যথা 'কনফেশন', 'ডিটেকশন', ও 'সেলফ প্রজেকশন' — অর্থাৎ স্বকৃত অপরাধের স্বীকারোক্তি, জীবনসত্যের অন্বেষণ ও আত্মজৈবনিক পদ্ধতিতে উন্মোচনই আলোচ্য উপন্যাসের যেন মূল অভিপ্রায়। নায়কের প্রারম্ভিক স্বীকারোক্তিতেই তা স্পষ্ট ধরা পড়ে - "জীবনী? - কেউ কেউ জানতে চেয়েছেন, বইটি যখন ধারাবাহিকভাবে বের হতে থাকে। জীবনী মানে যদি হয় জীবনের কতকগুলি প্রামানিক ঘটনা, তাহলে এককথায় উত্তর - "না।" কিন্তু কিছু বেদনা, কিছু অনুভূতি, কিছু সন্ধান, কিছু প্রতীতি, তাও তো জীবন-ই!"[১] : জীবনকে এভাবেই দেখতে চেয়েছেন লেখক।